সূচিপত্র

ভূমিকা ৬
বিলাসিতার সংজ্ঞা ৮
আভিধানিক পরিচয় : ৮
পারিভাষিক পরিচয় : ৯
পবিত্র কুরআনে বিলাসিতার নিন্দা ১০
১. বিলাসিতা জালিম ও কাফিরদের বৈশিষ্ট্য ১০
২. বিলাসিতা আখিরাতের শাস্তির কারণ ১০
৩. বিলাসিতা দুনিয়ায় ধ্বংসের কারণ ১১
৪. বিলাসিতা অন্যদের ধ্বংসের কারণ ১২
৫. বিলাসিতা নেক আমল থেকে দূরে থাকার কারণ ১৩
৬. বিলাসিতা আল্লাহর ফয়সালায় আপত্তি তোলার কারণ ১৪

রাসুলের হাদিসে বিলাসিতার নিন্দা ১৫
১. দুনিয়ার শোভা সম্পর্কে সতর্কবাণী ১৫
২. দুনিয়ার লোভ ও নারী থেকে সতর্কতা ১৫
৩. বিলাসিতা করা থেকে রাসুলের নিষেধাজ্ঞা ১৬
৪. নবি পরিবারের জন্য পরিমিত রিজিকের প্রার্থনা ১৭

ভোগবিলাসীরা, উল্লসিত হয়ো না! ১৮
১. দুনিয়াবি প্রাচুর্য পরীক্ষাস্বরূপ ১৮
২. দুনিয়ার প্রাচুর্য আখিরাতের নিয়ামত হারানোর কারণ ২১
৩. পার্থিব নিয়ামত সম্পর্কে হাশরের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে ২৫

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬
নিফাকের সংজ্ঞা ও পরিচয় ৭
নিফাকের প্রকারভেদ ৮
নিফাকের ধরণ..... ১০
নিফাকের ভয়..... ১১
কুরআন ও হাদিসে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ১৪
১. অন্তরের রোগ..... ১৪
২. পাশবিক কামনা-বাসনার লোভ ১৫
৩. অহংকার ও দাম্ভিকতা..... ১৫
৪. আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ১৬
৫. মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা..... ১৭
৬. মানুষকে আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত রাখা ১৮
৭. নির্বুদ্ধিতা এবং মুমিনদের নির্বোধ আখ্যা দেওয়া ১৯
৮. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা ২০
৯. মুমিনদের জন্য প্রতীক্ষা করা..... ২১
১০. আল্লাহর সাথে প্রতারণা এবং ইবাদতে আলস্য..... ২৩
১১. দোদুল্যমানতা ও দ্বিধাগ্রস্ততা..... ২৪
১২. মুমিনদের সাথে প্রতারণা করা ২৫
১৩. তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া ২৬
১৪. মুমিনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ২৭
১৫. মিথ্যা শপথ, ভয়, কাপুরুষতা ও অস্থিরতা..... ২৮
১৬. যে কাজ করেনি, তার জন্য প্রশংসা শুনতে আগ্রহী..... ৩০
১৭. সৎকাজের ত্রুটি খুঁজে বের করা ৩১
১৮. অক্ষম-অপরাগদের সাথে সন্তুষ্ট থাকা..... ৩২

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬
গাফিলতির সংজ্ঞা ৭
আভিধানিক সংজ্ঞা ৭
পারিভাষিক সংজ্ঞা ৮
গাফিলতি সম্পর্কে শরিয়তের অবস্থান ৯
গাফিলতির প্রকারভেদ ১২
১. প্রশংসনীয় গাফিলতি ১২
২. নিন্দনীয় গাফিলতি ১২
নিন্দনীয় গাফিলতির প্রকারসমূহ ১৩
প্রথম প্রকার: সাময়িক গাফিলতি ১৩
দ্বিতীয় প্রকার: পুনরাবৃত্তিমূলক গাফিলতি ১৪
তৃতীয় প্রকার: সম্পূর্ণ গাফিলতি ১৪
গাফিলতির কারণসমূহ ১৬
১. দেহের আরাম-আয়েশের পেছনে ছোটা ১৬
২. দুনিয়ার জীবনের স্বাদ-আসক্তির প্রতি লোভ ১৬
৩. পাপের অনুভূতি মরে যাওয়া ১৭
৪. প্রবৃত্তির অনুসরণ ১৮
৫. কাজ ও জীবিকা অর্জন ১৯
৬. খেলাধুলা ও বিনোদন ২০
৭. অতিরিক্ত বিনোদন ও ভোগবিলাস ২৪
৮. দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও তার মায়াজাল ২৫
৯. গাফিল লোকদের সাথে মেলামেশা ২৫
১০. অতিরিক্ত মুবাহ কাজে ব্যস্ততা ২৭

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
শাহওয়াত (আসক্তি)-এর সংজ্ঞা ৬
আসক্তি কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? ৭
নারীদের প্রতি আকর্ষণ: এক তীব্র পরীক্ষা ৯
হারাম আসক্তিতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ১০
প্রথমত: ঈমানের দুর্বলতা ১০
দ্বিতীয়ত: অসৎ সঙ্গ ১১
তৃতীয়ত: অবাধ দৃষ্টি ১২
চতুর্থত: কর্মহীনতা ও বেকারত্ব ১২
পঞ্চমত: হারামের ব্যাপারে শৈথিল্য ১৩
ষষ্ঠত: কামনা-বাসনা সৃষ্টি করে এমন বস্তুর কাছাকাছি যাওয়া ১৪

আসক্তিকে কীভাবে মোকাবিলা করবেন? ১৫
প্রথমত: বলুন, 'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই' ১৫
দ্বিতীয় নীতি: চোখের খেয়ানত থেকে সতর্ক থাকুন ২০
অকস্মাৎ দৃষ্টি ২৬
হারাম দৃষ্টিকে হেফাজত করার বহু কল্যাণ রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি হলো: ২৭
তৃতীয় নীতি: কুমন্ত্রণাকে প্রতিহত করুন ৩০

আসক্তির প্রতিকার কীভাবে করব? ৩৭
১. বিবাহ ৩৭
নেককার স্ত্রী দ্বীনের অর্ধেক সংরক্ষণে সহায়ক: ৩৯
বিবাহে সওয়াব, ব্যভিচারে গুনাহ: ৪০
পবিত্রতা কামনাকারীকে আল্লাহর সাহায্য: ৪১
২. রোজা ৪২

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
প্রবৃত্তির সংজ্ঞা ৭
প্রবৃত্তির অনুসরণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৮
মানুষ কখন তার প্রবৃত্তির কারণে শাস্তি পায়? ১৩
ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ব্যাখ্যা ১৩
প্রবৃত্তির পেছনে ছোটার কারণগুলো ১৬
প্রথমত: ছোটোবেলা থেকেই প্রবৃত্তিকে লাগাম না দেওয়া ১৬
দ্বিতীয়ত: প্রবৃত্তির অনুসারীদের সঙ্গে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব ১৮
তৃতীয়ত: আল্লাহ ও আখিরাত সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের কমতি ১৯
চতুর্থত: প্রবৃত্তির অনুসারীর প্রতি অন্যদের কর্তব্য পালনে ঘাটতি ১৯
পঞ্চমত: দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও তার ওপর নির্ভর করা ২১
ষষ্ঠত: নফসের মুবাহ (বৈধ) আকাঙ্ক্ষায় দ্রুত সাড়া দেওয়া ২২
সপ্তমত: প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ২৩

প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষতিসমূহ ২৪
১. আখিরাতের ক্ষতি ২৫
২. প্রবৃত্তি পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় ২৭
৩. কুরআন ও উপদেশ থেকে উপকৃত না হওয়া ২৮
৪. অন্তরকে নষ্ট করা এবং অন্তরের সুস্থতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ৩০
৫. জ্ঞান ও বুদ্ধি লোপ হওয়ার কারণ ৩১
৬. প্রবৃত্তিপূজারীরা অজান্তেই ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ৩২
৭. ধ্বংসকারী কারণসমূহের একটি ৩৪
৮. বান্দার জন্য তাওফিকের দরজা বন্ধ করে দেওয়া ৩৫
৯. ইবাদত ও আনুগত্য বিলুপ্ত হওয়ার কারণ ৩৬
১০. গুনাহ ও পাপকে তুচ্ছ মনে করার কারণ ৩৬
১১. দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টির কারণ ৩৭

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
নেতৃত্বের মোহকে 'গোপন কামনা' বলার কারণ ৬
মানুষের জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ৮
নেতৃত্ব বা দায়িত্ব সম্পর্কে রাসুলের উপদেশ ৯
নেতৃত্বের মোহের রূপ ও প্রকৃতি ১৫
নেতৃত্বের মোহের দুটি অবস্থা ১৭
নেতৃত্বের মোহের প্রকাশভঙ্গি ১৮
১. আল্লাহর মহিমা ও পূর্ণতার গুণাবলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ১৮
২. আমলের মধ্যে ইখলাস বা একনিষ্ঠতা না থাকা ১৯
৩. নেতৃত্ব না পেলে কাজ করা ছেড়ে দেওয়া ১৯
৪. মানুষের দোষ চর্চা করা ও তাদের সমালোচনা করা ২০
৫. দ্বীন বা জ্ঞানে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে এড়ানো ২০
৬. ক্ষমতা চলে গেলে বা কেড়ে নেওয়া হলে আফসোস করা ২০
৭. সৃষ্টির ওপর অহংকার করা ও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা ২০
৮. অর্জিত দায়িত্বে সফল না হওয়া ২২
৯. কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা ২৩
১০. সত্য গ্রহণ না করা ও তা থেকে ফিরে না আসা, যা বিদআত ও পথভ্রষ্টতায় পতিত করে ২৩
১১. শাসকবর্গের সান্নিধ্য লাভ ও তাদের মজলিসে বসা ২৪
১২. খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা ২৬
১৩. মানুষের প্রশংসা ও স্তুতি কামনা করা ২৭
১৪. মিথ্যা বলা এবং ইলম ছাড়া আল্লাহর নামে কথা বলা ৩০
১৫. হৃদয়ের কাঠিন্য, আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি আসক্তি এবং তাঁর জিকির থেকে দূরে থাকা ৩৩
১৬. শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া ও ঐক্যে ভাঙন ধরা ৩৩

নেতৃত্বের মোহের কারণসমূহ ৩৪
১. অন্যদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ৩৪
২. নফসের কামনা ও প্রবৃত্তির সাথে এর সংগতি ৩৪

সূচিপত্র

ভূমিকা..... ৬
ইশকের (প্রেমাসক্তির) সংজ্ঞা.....৮
'ইশক' শব্দের প্রয়োগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা..... ১০
ইশকের (প্রেমাসক্তির) প্রকারভেদ ১১
১. দ্বি-পক্ষীয় ইশক (উভয় পক্ষের প্রেম) ১১
২. একপক্ষীয় ইশক (একতরফা প্রেম) ১১

প্রেমের প্রকারভেদ: ১৩
১. প্রথম প্রকার: পুরুষের প্রতি নারীর প্রেম..... ১৩
২. দ্বিতীয় প্রকার: নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম..... ১৩
৩. তৃতীয় প্রকার: পুরুষের প্রতি পুরুষের প্রেম ১৪
৪. চতুর্থ প্রকার: নারীর প্রতি নারীর প্রেম ১৫

প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ১৬
প্রেম কি ঐচ্ছিক নাকি অনৈচ্ছিক?.....১৭
প্রেমাসক্তির বিপদ.....১৯
প্রেমের অপকারিতা ও নেতিবাচক দিক..... ২০
১. প্রেম ব্যক্তিকে আল্লাহর সাথে কুফরি ও শিরক এর দিকে ঠেলে দিতে পারে ২০
সালেহ আল-মুআজ্জিন-এর করুণ পরিণতি.....২২
২. প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য পেতে জাদু ও কুফরির আশ্রয় ২৪
৩. সৃষ্টিকর্তার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে সৃষ্টির স্মরণে মগ্ন থাকা ২৪
৪. প্রেমিকের হৃদয়ের যন্ত্রণা ২৭
৫. দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ থেকে প্রেমিকের বিমুখতা ২৯
৬. দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদাপদ প্রেমিকের জন্য শুকনো কাঠের চেয়েও দ্রুতগামী.....২৯
৭. প্রেমাসক্তির কারণে সৃষ্ট মানসিক ও চারিত্রিক বিকৃতি..... ৩১
কেন কুফর থেকে ইসলামে আসা সাহাবিরা জন্মসূত্রে মুসলিমদের চেয়ে উত্তম ছিলেন? ৩২

সূচিপত্র

ভূমিকা..... ৬
দুনিয়ার স্বরূপ..... ৮
কুরআনে দুনিয়ার চিত্রায়ণ ৮
দুনিয়া শস্যতুল্য..... ৯
দুনিয়ার তুচ্ছতা ও পরীক্ষা ১৪
মুমিনগণ ও দুনিয়া: নবি ও সাহাবিদের অবস্থান..... ১৫
দুনিয়ার প্রতি নবি ﷺ-এর অবস্থান ১৫
দুনিয়ার প্রতি সাহাবিগণের অবস্থান ১৭
দুনিয়ার প্রতি তাবেয়িগণের অবস্থান ২০
দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ..... ২১
১. দুনিয়ার পেছনে মানুষের অবিরাম ছুটে চলা..... ২১
২. আখিরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়া তালাশ করা..... ২২
৩. পোশাক, খাদ্য ও পানীয়তে অতিরিক্ত বিলাস ও সুখভোগ ২৪
৪. সম্পদ, প্রতিপত্তি, সম্মান ও খ্যাতির মোহ ২৪

দুনিয়ার ভালোবাসার কারণসমূহ ২৬
১. এর বাহ্যিক চাকচিক্য ও সৌন্দর্য..... ২৬
২. অন্তর ও প্রবৃত্তির স্বাভাবিক ঝোঁক..... ২৭
৩. নগদ উপস্থিত বস্তুকে অপেক্ষাকৃত উত্তম ভবিষ্যতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া ২৮

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬
তর্কবিতর্ক ও কুতর্ক-সুতর্ক এর সংজ্ঞা ৭
কুতর্ক বা অহেতুক ঝগড়া-বিবাদ ৯
বিতর্ক ও কুতর্ক এর মধ্যে পার্থক্য ৯
কুরআনে বর্ণিত 'বিতর্ক' শব্দের মর্ম ৯
বিতর্ক মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ১১
কিয়ামত পর্যন্ত তর্কের ধারাবাহিকতা ১৪
সুতর্ক: ১৫
তর্কবিতর্ক সৃষ্টির কারণ ও উদ্দেশ্য ১৬
তর্কবিতর্কের শর্তাবলি ১৭
১. নিয়তের বিশুদ্ধতা ১৭
২. সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক ১৭
৩. জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিতর্ক ১৭
৪. আল্লাহর স্মরণ দিয়ে শুরু করা ১৮
৫. বিনয় ও শ্রদ্ধা বজায় রাখা ১৮
৬. প্রবৃত্তিপূজা থেকে মুক্ত থাকা ১৮
৭. ধৈর্য ও সহনশীলতা ২১
৮. স্থিরতা ও ধীরস্থিরতা ২১
৯. সত্যবাদিতা ২২
১০. প্রতিপক্ষের প্রতি নম্রতা ২২
১১. ভুল থেকে ফিরে আসার সুযোগ রাখা ২৩
১২. প্রতিপক্ষের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা ২৩
১৩. বাচনভঙ্গিকে পরিমার্জিত করা, চিৎকার না দেওয়া ২৪
১৪. ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা ২৫
১৫. জ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা ২৬

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬
অহংকারের সংজ্ঞা ৭
অহংকার ও আত্মমুগ্ধতা এর মধ্যে পার্থক্য ১০
অহংকারের কারণসমূহ ১০
কীসের মাধ্যমে অহংকার সৃষ্টি হয়? ১৪
১. সম্পদ ১৪
২. জ্ঞান ১৫
৩. আমল ও ইবাদত ১৬
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) ও আবেদের ঘটনা ১৮
৪. বংশমর্যাদা ১৯
আবু জর (রা.)-এর ভুল ও নবিজি ﷺ-এর উপদেশ: ২০

অহংকারীদের উদাহরণ: যারা সত্য গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে ২২
১. ইবলিস: প্রথম অহংকারী ২২
২. ফেরাউন ও তার বাহিনী ২৩
৩. সামুদ জাতি (সালেহ আলাইহিস সালামের কওম) ২৩
৪. আদ জাতি (হুদ আলাইহিস সালামের কওম) ২৪
৫. শুআইব (আ.)-এর কওম ২৪
৬. নুহ (আ.)-এর কওম ২৫
৭. বনি ইসরাইল ২৫
৮. আরবের মুশরিকরা ২৬

আচরণের ওপর অহংকারের কুপ্রভাব ২৬
১. আল্লাহ তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে বিমুখতা ২৬
২. মানুষকে অবজ্ঞা করা এবং অহংকারী চালচলন ২৭
৩. কাপড় ঝুলিয়ে পরা এবং মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়া ২৯
৪. লোকে তাকে দেখলে উঠে দাঁড়াক, এই আকাঙ্ক্ষা করা ৩০
৫. কথা বলার সময় অতিরিক্ত বাগাড়ম্বর বা বাড়াবাড়ি ৩১
৬. উপহাস, বিদ্রুপ, খোঁটা দেওয়া এবং খারাপ নামে ডাকা ৩২

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬
ইখলাসের সংজ্ঞা ৭
১. ভাষাগতভাবে ইখলাস ৭
২. পরিভাষায় ইখলাস ৯

মুখলিস ব্যক্তি কারা? ১১
ইখলাস আর নিয়তের মধ্যে সম্পর্কটা ১১
ফকিহদের মতে 'নিয়ত' মানে হলো দুটো জিনিস আলাদা করা: ১১
ইখলাস আর সিদ্কের মধ্যে সম্পর্ক ১২

ইখলাসের আদেশ ১৩
কুরআন কারিমে ইখলাসের নির্দেশ ১৩

রাসুল (সা.)-এর হাদিসে ইখলাসের গুরুত্ব ১৭
১. তাওহিদ ১৮
২. মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা ১৮
৩. সিয়াম (রোজা) ১৯
৪. কিয়ামুল লাইল (তারাবিহ) ১৯
৫. সাদাকা ও আল্লাহর জিকির ২০
৬. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ২০
৭. জানাজায় অংশগ্রহণ ও কবর পর্যন্ত গমন করা ২১

সালাফদের বাণীতে ইখলাস ২১
ইখলাসের উপকারিতা ২৫
১. আমল কবুল হওয়া ২৫
২. প্রতিদান লাভ ২৬
৩. ছোট আমলও বড় হয়ে যাওয়া ২৬
৪. গুনাহ মাফ হওয়া ২৬
৫. কাজ করতে না পারলেও তার প্রতিদান পাওয়া ২৮

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬
তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ৭
তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা ৯
তাওয়াক্কুলের শাব্দিক অর্থ ৯
তাওয়াক্কুলের পারিভাষিক সংজ্ঞা ১০

তাওয়াক্কুলের স্বরূপ ১১
তাওয়াক্কুলের উপায় অবলম্বন ১৩
নবি (সা.)-এর আসবাব গ্রহণ ১৪
পাখির রিজিকের উদাহরণ ১৫

তাওয়াক্কুল এবং তাওয়াকুলের পার্থক্য ১৬
দুর্বল উপায়ও গুরুত্বপূর্ণ ১৭

তাওয়াক্কুলের বিধান ১৯
তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব এবং উৎসাহমূলক আয়াতসমূহ ২০
ক. আল্লাহ তাঁর নবিকে তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করতে নির্দেশ দিয়েছেন ২০
খ. আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করতে নির্দেশ দিয়েছেন ২২
গ. মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করে ২২
ঘ. নবিগণের তাওয়াক্কুলের উদাহরণ উল্লেখ করা ২৩

নবিজি (সা.) ও সাহাবিগণের তাওয়াক্কুল ২৫
যেসব স্থানে তাওয়াক্কুল করার কথা উল্লিখিত হয়েছে ২৬
১. ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলের নির্দেশ ২৬

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬
ভালোবাসার সংজ্ঞা ৮
ভালোবাসার আভিধানিক অর্থ: ৮
শরিয়তের আলোকে ভালোবাসার স্বরূপ ৯
আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসার বিধান ১০
সাধারণ ভালোবাসা তিন ভাগে বিভক্ত: ১১

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার লক্ষণসমূহ ১২
আল্লাহর ভালোবাসার লক্ষণ—কিছু উদাহরণ ১৩
১. আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা ১৩
২. নির্জনে আল্লাহর সাথে একান্ত কথোপকথন এবং তাঁর কিতাব তিলাওয়াতে আনন্দ খুঁজে পাওয়া ১৫
৩. আনুগত্যে অবিচল থাকা ১৭
৪. অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধরা ১৯
৫. অন্য কোনো প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর ওপর প্রাধান্য না দেওয়া ২১
৬. আল্লাহ তায়ালার জিকিরে আসক্ত হওয়া ২৪
৭. আল্লাহর ভয়ে মুহিবের অন্তর বিগলিত হওয়া ও চোখ অশ্রুসিক্ত হওয়া ..২৫
৮. আল্লাহর জন্য আত্মমর্যাদাবোধ ২৬
৯. আল্লাহর কালামকে ভালোবাসা ২৬
১০. আল্লাহর আনুগত্য ও জিকির ছুটে গেলে আফসোস করা ২৭
১১. প্রিয়জনের জন্য করা তার সব কাজকে তুচ্ছ মনে করা ২৮
১২. মুসলিমদের প্রতি বিনয়ী, কাফিরদের প্রতি কঠোর ২৯
১৩. শরিয়াহ অনুসরণ করা ৩০
১৪. আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা ৩১
১৫. মুমিন ও সৎকর্মশীলদের ভালোবাসা ৩১
১৬. দুনিয়ার জীবনে বিরাগ বা জুহদ ৩৩

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬
আল্লাহর ভয়ের গুরুত্ব ৭
ভয়ের ফল ও কার্যকারিতা ৯
ভয়ের সংজ্ঞা ১০
আরবি ভাষায় ভয় ১১
পারিভাষিক অর্থে ভয় ১২
কুরআনুল কারিমে ভয়ের বিভিন্ন অর্থ ১৩
১. হত্যা বা মৃত্যু ১৩
২. যুদ্ধ ১৪
৩. অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটার আশঙ্কা ১৪
৪. ক্ষতি বা কমতি (ক্রমাগত হ্রাস) ১৫
৫. আজাব ও শাস্তির ভয় ১৫
ভয়ের আবশ্যকতা ১৮
১. আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কর্তৃক ভয় করার সরাসরি নির্দেশ ১৯
২. ভয়কে ঈমানের অন্যতম শর্ত হিসেবে গণ্য করা ২০
৩. রাসুলদের কাজকে সতর্ক করা ও ভয় দেখানো হিসেবে বর্ণনা করা ২০
উলঙ্গ সতর্ককারী-এর তাৎপর্য: ২২
৪. আজাবের উল্লেখ যাতে বান্দারা ভয় করে ২৩
৫. বান্দাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য নিদর্শনাবলির উল্লেখ ২৪
সাহাবি ও মুসলমানদের পরীক্ষা: কে আল্লাহকে ভয় করে? ২৫
আল্লাহকে ভয় করার দুটি স্তর ২৬
প্রথম স্তর: আল্লাহর আজাবের ভয় ২৬
দ্বিতীয় স্তর: স্বয়ং আল্লাহকে ভয় করা ২৭

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
আল্লাহর প্রতি আশাবাদী হোন ৭
আশার সংজ্ঞা ১০
আশার শাব্দিক অর্থ: ১০
আশার পারিভাষিক অর্থ: ১১
আশা এবং তামান্না এর মধ্যে পার্থক্য ১৩
অন্তরে আশা অর্জনের উপায়সমূহ ১৮
১. বান্দার ওপর আল্লাহর পূর্ববর্তী অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করা ১৮
২. আল্লাহর সুসংবাদ ও মহান প্রতিদান স্মরণ করা ১৮
৩. বর্তমান সময়ের নিয়ামতসমূহ স্মরণ করা ১৮
৪. আল্লাহ তায়ালার প্রশস্ত রহমত স্মরণ করা ১৯

আশার সুফলসমূহ ২০
১. ইবাদতে মনোনিবেশ ও তাতে অবিচল থাকা ২০
২. ইবাদতে স্বাদ বা তৃপ্তি পাওয়া ২০
৩. আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাসত্ব প্রকাশ করা ২১
৪. দুআর ইবাদত পূর্ণতা পাওয়া ২২
৫. আল্লাহর ক্রোধ থেকে মুক্তি ২২
৬. আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে পরিচিতি লাভ ২৩
৭. কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হওয়া ২৩
৮. রব সুবহানাহু-এর প্রতি ভালোবাসা ২৪
৯. কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করা ২৪
১০. আল্লাহ জাল্লা জালালুহু-এর জিকিরে সর্বদা নিমগ্ন থাকা ২৪

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬
তাকওয়ার সংজ্ঞা ৮
১. আভিধানিক পরিচয়: ৮
২. পারিভাষিক পরিচয়: ৮
তাকওয়া হলো কাঁটাযুক্ত পথে চলা ১০
পবিত্র কুরআনে তাকওয়া ১১
১. 'ভয়' ও 'মর্যাদা' অর্থে ব্যবহার ১১
২. 'আনুগত্য' ও 'ইবাদত' অর্থে ব্যবহার ১৩
৩. 'পাপ থেকে বাঁচা' অর্থে ব্যবহার ১৪
তাকওয়ার বিধান ১৪
তাকওয়ার মর্যাদা ১৬
মুত্তাকিগণই আল্লাহর অলি ২০
ভুল দাবিগুলোর অসারতা ২১
তাকওয়ার স্তরসমূহ ২৩
প্রথম স্তর: জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকা ২৩
দ্বিতীয় স্তর: সব ধরনের পাপ থেকে দূরে থাকা ২৪
গুনাহকে ছোট বা তুচ্ছ মনে না করা ২৬
তৃতীয় স্তর: পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া ২৮
তাকওয়া ও ইলম ৩০
মুত্তাকিদের কিছু বিশেষ গুণ ৩১
১. দৃঢ় ঈমান ও গায়েবের প্রতি বিশ্বাস ৩১
২. ক্ষমা ও মার্জনা করা ৩১
৩. গুনাহ থেকে দ্রুত তাওবা করা ৩১
৪. কথা ও কাজে সত্যের অনুসন্ধান ৩২